যুগান্তর

তারিখ 04 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছানো নিয়ে অনিশ্চয়তা

ইউসুফ আলী

শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছানো নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। বই ছাপানোর দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলো নির্দিষ্ট সময়ে বই সরবরাহ করতে না পারা এবং আরও সময় বৃদ্ধির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এবং সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, চাহিদা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন জেলায় এ পর্যন্ত ইবতেদায়ি স্তরের ৩৯ দশমিক ৪৪ শতাংশ বই সরবরাহ করা হয়েছে। আর প্রাথমিক স্তরের বই এ পর্যন্ত সরবরাহ করা হয়েছে ৬১ দশমিক ৫১ শতাংশ। বেশকটি প্রকাশনা সংস্থা বই সরবরাহের সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন করেছে। এতে দেখা যায়, ফেব্রুয়ারি মাসের আগে শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছবে না। ফলে শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকে কমপক্ষে দেড়-দু'মাস বই ছাড়াই অলস সময় কাটাতে হবে অনেক শিক্ষার্থীকে। এ সম্পর্কে এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর গাজী আহসানুল কবির যুগান্তরকে বলেন, ইতিমধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ বই সরবরাহ করা হয়েছে। আগামী ১০ জানুয়ারির মধ্যে ৯৫ শতাংশ বই সরবরাহ করা হবে। বাংলাদেশ মুদ্রণ সমিতিসহ বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার সময় বৃদ্ধির আবেদন সম্পর্কে তিনি বলেন, সময় বৃদ্ধি করা হবে না। তবে এসব সংস্থা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বই দিতে না পারায় কিভাবে বই সরবরাহ করবেন সে বিষয়টি স্পষ্ট করেননি।

বই সরবরাহের সময় বৃদ্ধির জন্য মুদ্রণ শিল্প সমিতি ও একাধিক প্রকাশনা সংস্থা আবেদন করেছে

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, অধিকাংশে প্রকাশনা সংস্থার বই সরবরাহের সর্বশেষ সময় ছিল ২৩ ডিসেম্বর। দ্বিতীয়বার টেন্ডার নেয়া চারটি প্রকাশনা সংস্থার বই জমা দেয়ার শেষ সময় ছিল ৩১ ডিসেম্বর। এ চারটি সংস্থার কাছে বই দেয়া হয়েছে প্রায় অনিশ্চয়তা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

অনিশ্চয়তা : বই পৌঁছানো

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

১২ লাখ কপি। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে বই সরবরাহ করতে না পারায় ২১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির পক্ষে এনসিটিবিতে বই সরবরাহের সময় বৃদ্ধির আবেদন জানানো হয়। সমিতির দাবি, ব্যাপকমুখী সমস্যার কারণে বই সরবরাহ করতে আরও কমপক্ষে ২০ দিন সময় প্রয়োজন হবে। এছাড়া চারটি প্রকাশনা সংস্থার মধ্যে রোববার দি এ্যারোস্টোকেইট প্রিন্টার্স নামের একটি প্রকাশনা সংস্থা আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বই সরবরাহের সময় বৃদ্ধির জন্য এনসিটিবিতে আবেদন করেছে। ওই প্রকাশনার স্বত্বাধিকারী এনামুল হক যুগান্তরকে জানান, ২৭ আগস্ট টেন্ডার আহ্বান করা হলেও কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে ২৩ নভেম্বর। সময় কম হওয়ায় বই ছাপানো সম্ভব হয়নি। নির্দিষ্ট সময়ের পরও এক মাস সময় চাওয়া সম্পর্কে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেননি।

সূত্র মতে, ২০০৭ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ কোটি ২০ লাখ ৯৪ হাজার ৬৭৫ কপি। এনসিটিবির ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত হিসাবে জেলাওয়ারি বই সরবরাহের তালিকায় দেখা যায়, সারাদেশে বই সরবরাহের গড় হার ৬১ দশমিক ৫১ শতাংশ। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে মোট চাহিদার ৬৯ দশমিক ৫৪ শতাংশ বই সরবরাহ করা হয়েছে। এ বিভাগে মোট চাহিদা ১ কোটি ৭০ লাখ ৫২ হাজার ৫৫০ কপি। সরবরাহ করা হয়েছে ১ কোটি ১৮ লাখ ৫৭ হাজার ৭৮৭ কপি। রাজশাহী বিভাগে মোট চাহিদা ১ কোটি ২৪ লাখ ৫২ হাজার ৩৩৭ কপি। সরবরাহ করা হয়েছে ৭৩ লাখ ২০ হাজার ৩৩৭ কপি। সরবরাহের হার ৫৮ দশমিক ৭৯ শতাংশ। খুলনা বিভাগে মোট চাহিদা ৫২ লাখ ৫৮ হাজার ৫১২ কপি। সরবরাহ করা হয়েছে ৩৬ লাখ ৩৮ হাজার ৩৪৬ কপি। সরবরাহের হার ৬৯ দশমিক ১৯ শতাংশ। চট্টগ্রাম বিভাগে মোট চাহিদার পরিমাণ ১ কোটি ২ লাখ ২৪ হাজার ৩১৬ কপি। সরবরাহ করা হয়েছে ৫৭ লাখ ৬৬ হাজার ২২৮ কপি। সরবরাহের হার ৫৬ দশমিক ৪০ শতাংশ। বরিশাল বিভাগে মোট চাহিদার ৪৪ দশমিক ৮০ শতাংশ বই সরবরাহ করা হয়েছে। এ বিভাগে মোট চাহিদা ৩২ লাখ ৭২ হাজার ৮৪৪ কপি। সরবরাহ করা হয়েছে ১৪ লাখ ৬৬ হাজার ১৬৮ কপি। সিলেট বিভাগে মোট চাহিদার ৫২ দশমিক ৯ শতাংশে বই সরবরাহ করা হয়েছে। মোট চাহিদা ৩৮ লাখ ৩৪ হাজার ১১৬ কপি, সরবরাহ করা হয়েছে ১৯ লাখ ৯৭ হাজার ১০১ কপি।

ইবতেদায়ি স্তরের জন্য এবার মোট বইয়ের চাহিদার পরিমাণ ১ কোটি ৭৯ লাখ ২৫ হাজার ১৩৯ কপি। এ পর্যন্ত সরবরাহ করা হয়েছে ৭০ লাখ ৬৮ হাজার ৭৯৭ কপি, যা মোট চাহিদার ৩৯ দশমিক ৪৪ শতাংশ। বিভাগওয়ারি হিসাবে দেখা যায়, ঢাকা বিভাগে চাহিদার পরিমাণ ৪৩ লাখ ৩২ হাজার ৯৭০ কপি, সরবরাহ করা হয়েছে ২১ লাখ ৩৩ হাজার ২৩৫ কপি। ঢাকা বিভাগে মোট চাহিদার ৪৯ দশমিক ২৩ শতাংশে বই এ পর্যন্ত সরবরাহ করা হয়েছে। রাজশাহী বিভাগে মোট চাহিদার ৪১ দশমিক ১ শতাংশে বই এ পর্যন্ত সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে এনসিটিবি। এ বিভাগে মোট চাহিদার পরিমাণ ৫৩ লাখ ৫৩ হাজার ৩৯০ কপি, সরবরাহ করা হয়েছে ২১ লাখ ৯৫ হাজার ৫৬৪ কপি। খুলনা বিভাগে মোট চাহিদা ২০ লাখ ৯৪ হাজার ৮৮০ কপি, সরবরাহ করা হয়েছে ৭ লাখ ৪৪ হাজার ৭৩৯ কপি। এ বিভাগে সরবরাহের হার ৩৫ দশমিক ৫৫ শতাংশে। চট্টগ্রাম বিভাগে মোট চাহিদা ৩৪ লাখ ৫১ হাজার ২৬৯ কপি, এ পর্যন্ত সরবরাহ করা হয়েছে ৮ লাখ ৫৭ হাজার ৪৯৯ কপি। সরবরাহের হার ২৪ দশমিক ৮৫ শতাংশে। বরিশাল বিভাগে মোট চাহিদা ১৯ লাখ ৬১ হাজার ৭০০ কপির মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে ৮ লাখ ৬৫ হাজার ১৬০ কপি। সরবরাহের হার ৪৪ দশমিক ১০ শতাংশে। সিলেট বিভাগে মোট চাহিদা ৭ লাখ ৩০ হাজার ৯৩০ কপি, সরবরাহ করা হয়েছে ২ লাখ ৭২ হাজার ৬০০ কপি। মোট সরবরাহের হার ৩৭ দশমিক ২৯ শতাংশে।